প্রথম আলো

তারিখ 14 FEB 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্রও ফাঁস?

বিশাল বাংলা ডেস্ক ●

কিশোরগঞ্জের ভৈরব ও কটিয়াদী, নেত্রকোনার পূর্বধলা এবং ময়মনসিংহে এসএসসির ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল বুধবার এসব এলাকার অনেক শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে হাতে লেখা প্রশ্ন ফটোস্ট্যাটের দোকান থেকে সংগ্রহ করতে দেখা গেছে। এর মাধ্যমে একটি চক্র বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এ ছাড়া মুঠোফোনে খুদেবার্তার (এসএমএস) মাধ্যমেও প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে বলে জানা গেছে।

ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর আগে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ইংরেজি প্রথম পত্রের প্রশ্নপত্রও একইভাবে ফাঁস হয় বলে অভিযোগ ওঠে। বিভিন্ন এলাকায় হাতে লেখা প্রশ্নের সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্রের প্রায় হুবহু মিল পাওয়া যায়।

ঢাকার বাইরে *প্রথম আলোর* **নিজস্ব প্রতিবেদক, আঞ্চলিক কার্যালয়** ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর:

ময়মনসিংহ: একটি সংঘবদ্ধ চক্র বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র বেচাকেনা করছে। এ চক্র হাতে লেখা 'প্রশ্নপত্র' দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করছে। সূত্র জানায়, প্রশ্নপত্র বিক্রির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা শত ভাগ কমনের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। কমন না পড়লে টাকা ফেরত দেওয়ারও আশ্বাস দিচ্ছে তারা।

ময়মনসিংহ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শফীউল্লাহ বলেন, বিষয়টি শিক্ষা বোর্ডে জানানো হয়েছে।

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ): আজকের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার হাতে লেখা প্রশ্নপত্রের ফটোকপি গতকাল কটিয়াদীর বিভিন্ন ফটোস্ট্যাটের দোকানে বিক্রি হতে দেখা যায়। এর একটিতে উল্লেখ রয়েছে—Composition : The game you like most, Value of Time. Application : Financial help for poor. Paragraph : A day labour. Dialogue: Between you and your friend: how to improve English. Story : There was a little boy may Baizid...ইত্যাদি।

এসএসসি পরীক্ষা

কটিয়াদীতে সাধারণ বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্রের ফটোকপিও বিক্রি হতে দেখা যায়।

একটি ফটোস্ট্যাট দোকানের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মালিক বলেন, হাতে লেখা ও কম্পিউটারে কম্পোজ করা 'প্রশ্নপত্র' শিক্ষার্থীরা ফটোকপি করে নিয়ে যাচ্ছে।

কটিয়াদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারাহ ওল নিঝুম বলেন, 'আমাদের প্রশ্নপত্র সিলগালা করে থানায় রাখা হয়েছে। বিষয়টি আমরা অনুসন্ধান করছি।'

পূর্বধলা (নেত্রকোনা): জেলার পূর্বধলায় মুঠোফোনের খুদেবার্তার (এসএমএস) মাধ্যমে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন আদান-প্রদান করছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। জানা যায়, গতকাল উপজেলার বিভিন্ন এলাকার পরীক্ষার্থীরা খুদেবার্তার মাধ্যমে ৭০ নম্বরের প্রশ্ন আদান-প্রদান করে। কোথা থেকে এ প্রশ্ন এসেছে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কেউ কিছু বলছে না।

পূর্বধলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, এ ব্যাপারে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে খোঁজখবর রাখা হচ্ছে।

নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক আনিস মাহমুদ বলেন, বিষয়টি নিয়ে বোর্ডের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তবে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ): ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের বিভিন্ন গাইড বইয়ের কোন পৃষ্ঠার কত নম্বর প্রশ্ন পরীক্ষায় এসেছে, তা চিহ্নিত করে ভৈরবে বিক্রি করছে একটি চক্র।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষার্থী বলল, '৩০০ টাকার বিনিময়ে আমি প্রশ্ন সংগ্রহ করেছি। ওই প্রশ্ন অনুযায়ী "দিকদর্শন" গাইড বইয়ের ১৮ পৃষ্ঠার ১১ নম্বর প্রশ্ন, ৪৯ পৃষ্ঠার ১৪ নম্বর, ৬৮ পৃষ্ঠার ১১ ও ১৫ নম্বর এবং ৬৯ পৃষ্ঠার ১৬ নম্বর প্রশ্ন এসেছে। এ ছাড়া পাঞ্জেরী গাইডসহ অন্যান্য গাইড বইয়ের পৃষ্ঠা ও প্রশ্নের নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।'

ভৈরব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সেলিম আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য আমার কাছে নেই। আমরা পুরো বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি।'